Q. What were the factors that led to the First world war?

Ans প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের এক অভিনব ঘটনা। এই যুদ্ধকাল ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে আরম্ভ হয় আর অবসান হয় ১৯১৯ সালে। এই যুদ্ধের আগে আগে ইউরোপের প্রধান শক্তিসমূহ দুটো শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এটা শক্তিগোষ্ঠীতে আছিল ইংল্যান্ড, রাশিয়া, আর ফ্রান্স। জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক আর ইতালীর দ্বারা আরেকটা শক্তিগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। এই দুই শক্তিগোষ্ঠীর বিবাদ আর সামরিক প্রস্তুতিই বিশ্বের সাতকোটি প্রায় সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরী করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত অনুমান অনুসারে অন্তর্নিহিত কারণ আছিল। এই কারণ গুলোর বিস্তারে নিম্নে উল্লেখ করা হল—

প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর জন্ম :- নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপীয় শক্তিসমূহ জাতীয়তাবাদের আদর্শেতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রত্যেক দেশ তার রাষ্ট্রসমূহে নিজ জাতির নামে জীবন যাপিতে সামরিক ভাবে প্রস্তুত হওয়ায় ফলে ইউরোপে এক যুদ্ধের বাতাবরণ গড়ে উঠে। ফলে এই রাষ্ট্রসমূহে পরস্পর যুদ্ধের ভাবে বন্ধু বিচারিত হয়ে। এর ফলস্বরূপে দেশগুলো শক্তিগোষ্ঠীর জন্ম হয়। জার্মানী আর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যে মতবাদ নিয়ে দ্বি-শক্তি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। ১৮৮২ সালে ইতালী এই গোষ্ঠীতে যোগদান করলে ত্রিশক্তি শক্তিগোষ্ঠী বা Triple Alliance গঠন হয়।

বিসমার্কের পতনের পিছনে জার্মানীর সাম্রাজ্য কর্তৃত্বের দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাম্রাজ্যবাদের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এই কারণে বিশ্ব প্রস্তুত হয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ১৯০৭ সাল এক জোট হয় এক শক্তি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে এই শক্তি গোষ্ঠী Triple Entente নামে পরিচিত। এনেছের উইলিয়ামের শক্তিবলয় ধ্বংস লাভের বিপদ হয় সামরিক প্রস্তুতি চলেছিল সুযোগ পাওয়ার জন্য।

সামরিক প্রস্তুতি ঃ বিশ্বের প্রায় সকল শক্তিশালী শক্তি গোষ্ঠী ভাবে নিজ নিজ অবস্থানে সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ করার সমগ্র ইউরোপকে এক সন্দেহ আর সন্ত্রাস বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। জার্মানী আর ফ্রান্স জাতীয় আয়ের এক বড় সামরিক সজ্জার কাজে ব্যয় করেছিল। ১৯১৪ সাল সামরিক উপযোগী সংখ্যা ৯ লাখের স্থানে ২০ লাখে বৃদ্ধি হয়। জার্মানীর উপযুক্ত সংখ্যা হয়েছে ৬ লাখ ৭০ হাজার; উভয় শক্তিগোষ্ঠীকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র উৎপাদন করার তাগিদ ছিল।

উগ্র জাতীয়তাবাদ ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাতীয়তাবাদ এক উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। জার্মানীর কর্তৃত্বে জার্মান সকলকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে বিবেচনা করেছিল। আর হতেছি ইংল্যান্ড নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি বলে দাবি করেছিল অধীনস্থ থাকা দেশসমূহ আফ্রিকে কর্মসংস্থান লোক প্রেরণ যারা এতদিন রাজনৈতিক

ততগুলোকের প্রতি
দেখাচ্ছে বর্তমান
আর লাগেনি
জাতীয়তাবাদ
ছাড়িছিল ইলিয়ি

উপনিবেশ
শক্তিগোষ্ঠীর উ
রাজনৈতিক
মেসের নিয়ে
এক বিসার
বা বলকানে
বিরাজিছিল।
হয়েছিল।

ফ্রান্সের
হারাত ফ্রান্সবাসী
১৮৭১ সাল
লরেন
কোতরের
বৃদ্ধি করিছি
মনস্থ ছিল

জুলুমের
বাল্কান লোক
ইউরোপীয়
বৃদ্ধি পাইছি
অন্তত উপ
জুলুমের
দিয়ে দিয়েছি

ার্মানীর সম্পর্ক কর্তৃত্বের
বাদের কারণে প্রস্তুতি চলছিল
ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া
শক্তি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে
Entente নামে জোটবদ্ধ।
করার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে
ত সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায়
নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র সামরিক
ইউরোপকে এক
রণ গড়ে উঠেছিল।
আমরা দেখি
করেছিল। ১৯১৪
ন নামের পর ২০
সৈন্য সংখ্যা হয়ে
শক্তিগোষ্ঠীকে
করার উপায় ছিল

শ শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান
রণ করেছিল। জার্মানীর
গুলীর সর্বদেশের জাতি
হয়েছে, ইংল্যান্ড
ভূমি দখল করেছিল
লে আদিতে
ক্ষমতা বাড়িয়ে

ইউরোপের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করেছিল। সেইসময় বর্তমান জার্মানীর চান্সেলর ছিল অটো ফন বিসমার্ক। তাঁর নামের ১ম দুজন উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী ফ্রান্সের এক প্রবিন্ন দায়িত্ব তুলে ধরেছিল ছিলেন।

ঔপনিবেশবাদ :- ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি আর শক্তিগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক মনোভাবে সমাসামিক রাজনৈতিক বাতাবরণ উত্তপ্ত করে তুলেছিল। এই সময়ে বিশেষকরে জার্মানী আর ইংল্যান্ডের মাঝে এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়েছিল। তুরস্ক বা বলকানে রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া ঔপনিবেশ বিস্তারে ছিল। এই সংঘর্ষের বিরোধ দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়েছিল।

ফ্রান্সের প্রতিশোধের মনোবৃত্তি :- জার্মানীর দুর্বার-গতি ফ্রান্সবাসী ভালোভাবে নিতে পারে বিশুদ্ধ হয় পারেনি ১৮৭১ হতে জার্মানীকে ফ্রান্সের কাছ আলসাস আর লরেন কাড়ে নিয়েছিল। ভার্সাই সম্মেলনে দুটি বেতবোধ ঘটনাই ফ্রান্স আর জার্মানীর শত্রুতা বৃদ্ধি করেছিল। সাথে এই দুই দেশের মাঝে শত্রুতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ভূরক্ষক কেন্দ্র করে শত্রুতা বৃদ্ধি :- ইউরোপের বড় দেশগুলো আমরা দেখি ভূরক্ষক কেন্দ্র করে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মাঝে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জার্মানীকে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ঔপনিবেশ স্থাপনের আশা দেখেনি ভূরক্ষক কেন্দ্র করে এই আশা বাস্তবায়ন করে দিয়েছিল। এতে শক্তিগোষ্ঠীর অস্থিরতা

তুরস্কত উপনিবেশ আছিল। আনহালেদি ঋণ পেলাই
আমেৰিকাত তুৰস্কত ৰেলপথ নোতাৰ সন্ধান পেলাইছিল।
ইংলণ্ডে নিজেই তুৰস্কত আধিপত্য বৃদ্ধি কৰিছিল; এনেপ্ৰকাৰে
তুৰস্কৰ মাজেৰে বাগদাদ ৰেলপথ দ্বিতীয় উইলিয়ামে বাৰ্লিন-বাগদাদ ৰেলপথ
নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ইংলণ্ডৰ সৈন্য উঠিছিল।

আন্তৰ্জাতিক সংগঠন বা শক্তিৰ অভাব :- লোক

প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ কালত ইউৰোপত এক অলেখ আৰু
পৰস্পৰ-বিৰোধমূলক মনোবৃত্তিৰ উদ্ভৱ হৈছিল।
বিভিন্ন শক্তি নিজ নিজ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে সাময়িক
প্ৰস্তুতি চলোৱা কালত সকলোৰে চমুকৰ্তিৰ
পৰা এক শক্তি অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছিল।
ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনে এই শেষত উল্লেখনীয় পৰিস্থিতি
হৈছিল যদিও যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ পৰা নাছিল।
কোনো এক আন্তৰ্জাতিক সংগঠনে উৎসাহীয়
ভাবে সকলো কাৰ্যৰ উন্নয়ন আৰু যন্ত্ৰৰ বাবে
চলোৱা হেতেন বিশ্বযুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি বাধা
পৰিল হেতেন। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সমসাময়িক
ইউৰোপত তেনে কোনো বৃহৎ শক্তি নাছিল।

অষ্ট্ৰিয়া আৰু ইটালীৰ সংঘৰ্ষ :- ইটালী
আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মাজত সংঘাত লাগিছিল। ইটালীৰে-
ঘৈনদিনে আৰু দীৰ্ঘদিন বলকাণ আলোচনাৰ পৰা
অঞ্চল কাৰণে উভয়ৰ কাষিটোৰ মন কাষিছিল।

আফ্রো ইতালীয় লোকেরা বসবাস করত এই অঞ্চলের জনসাধারণকে বিদ্রোহ করতে ইতালীকে উৎসাহিত করেছিল। ফলত ইতালী আরও আক্রমণাত্মক মনোভাব বৃদ্ধি পাইছিল।

**বাতায়ি কারণের ভূমিকা :-** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে সমসাময়িক বাতায়ি কারণ সমূহের ভূমিকাকে উল্লেখ করিবার যোগ্য। পরস্পর বিরোধী, আতিশয্যিত, ঝলমলে প্রভৃতি আর উত্তেজক বৈশিষ্ট্যের বাতায়ি পরিবেশনের দ্বারা এই কারণ বোধে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ সমূহের মাঝে উমি উমি ভাব এবং ভুলভ্রান্ত দ্বন্দ্বে জ্বালাই তুলিছিল। সাধীনতাকে দুমন দেশের মাজয় বিরাজমান বিষয় এটাকে ছিল দেশ দুমনের বাতায়ি কারণবোধে কারণের পাতে আতিশয্য করি আক্রমণ এবং আক্রমণ করিবার ছিল লক্ষ্য। এনে কারণত কারণের আশ্রয় হেরুয়া সুদূরপ্রসারী ব্যয়ক্ষেপের সময় সেইদের সুদৃঢ় পরিণত হয়।

**জনমতের আও কারণ :-** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে রাষ্ট্রবাদীয় শক্তিগোষ্ঠী সমূহে জনমতকে আওকান করি এক বিরাট ভুল করিছিল। এই শক্তি বোধে আনকি নিজ নিজ দেশের সংবাদপত্র সমূহকে দুর্বলতার আকাঙ্ক্ষা আর পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবগত করা নাছিল। আনকি মন্ত্রীসভার সদস্যরা সংসদে এইবাবে আঁধারিত হুনাপাইছিল। তারে একেজোর এই সুচিন্তিত ভাবে কার্যপন্থা গ্রহণের ফলে দেশের সাধারণ জনগণ

নকশার সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র লোকের সাহায্যে সীমাবদ্ধ থাকিল। যদি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রস্তাবের আওতায় নকশা নির্মাণ হেতু কেন্দ্র হইতে বিশ্বযুদ্ধের নয়নিবেদন বুঝি বন্ধ বুলেশ্বীদের কাছে।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা :- পূর্বাঞ্চল সমস্যাকেও প্রথম মহাসমরের পর কারণ আসিল। বহুকাল ধরিয়া পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছিল। সেই ভার্সাই চুক্তির প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল, সেই আর বুলগেরিয়া আবার আরম্ভ হইল, বলকান সমস্যা, বৃহত্তর লাভ লাভ শান্তি স্থাপন করিয়াছে আর আইনগত জার্মানীর প্রাধান্য দিতে শান্তি নীতি গ্রহণ করার মধ্যে লাভ স্থিত জেলেনীয় কাল যাপন করিতেছিল।

হিটলারের দ্বিতীয় উত্থানের ভূমিকা :- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানীর হিটলার দ্বিতীয় উত্থানের নায়কের ভূমিকায় আসিল। জার্মানীর একনায়কের নামে বিশ্বসংগঠনের অনেকগুলির কূটনীতি পরিচালনা করিয়া হেতু দূর করিতেছিল। হেতু সমস্ত পৃথিবীতে জার্মানীর উপনিবেশ স্থাপনের জন্য উপযোগী হইল। উত্থানের হিটলার ইংরেজ বিরোধিতাকে যুক্তি সামনে নকশার হিটলার জার্মানীর বিপক্ষে উঠিল। ইংরেজরাই জার্মানীর উপনিবেশ বিভাগ করিয়া নিল। কিন্তু হিটলারের ইংরেজের বন্ধুত্ব প্রতি আগ্রহ দেখিতে পাইল। হিটলারের জার্মানীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি সম্পন্ন হল, সামুদ্রিক জাতীয়

অর্থাৎ বলা, আজ সাম্রাজ্য বিস্তার এই নিরিখে উপনিবেশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নৌবাহিনী গঠন করেছিল। এইসময় ইংরেজ এক বিরাট নৌবাহিনীর আমদানি আরম্ভ করে। হেলিগোলান্ড দ্বীপের দিকে নিজস্ব নৌবাহিনীর দুর্গ করার আরম্ভ হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল। জার্মানীর এক যুদ্ধ প্রস্তুতি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধেই শক্তিজোট গঠন করে বিরুদ্ধ ভাবে দিকে সক্রিয় হয়েছিল।

ত্রিশক্তি জোট :- শেষ ও মহাসমরের ত্রিশক্তি জোট আসলে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ডের পত্নীর হাতে হত্যা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সমগ্র ইউরোপকে চরম্ভাবে নাড়িয়ে দেয়। অস্ট্রিয়া এই হত্যার জন্য সার্বিয়াকে দায়ী সাব্যস্ত করে ৪টি শর্তের ভিত্তিতে একতরফা ৫ পুরোনো দাবি সার্বিয়ার কাছে পেশ করে। শর্তগুলি — ১) সার্বিয়ার রাজকার্যে অস্ট্রিয়া বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। ২) হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে এবং অস্ট্রিয়া বিরোধী কার্যকলাপের জড়িত বিষয় ও শিক্ষক পদচ্যুত করতে হবে। ৩) সার্বিয়ার উপযুক্ত বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের হত্যাকাণ্ডের অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়। ৪) সার্বিয়ার ভিতরে অস্ট্রিয়া বিরোধী প্রচার বন্ধ করার লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ার জড়িত কর্মচারীকে রাখা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিজয় সার্বভৌমত্ব লাভের জন্য ইংরেজ বাহিনী আর ইউ আমেরিকা প্রস্তুত আছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া প্রস্তুত নহোৱা আৰু ১৯১৪ চনৰ ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়াৱে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে। অস্ট্রিয়াৰ এই কাৰ্যত জাৰ্মানীৰ সংহতি। বন্ধুৰাষ্ট্ৰ জাৰ্মানীক আক্ৰমণ কৰাত বাধ্য হৈ অস্ট্রিয়াৰ বিলাকেও যুদ্ধত নামে। জাৰ্মানীয়ে আগতে ২ আগবঢ়া জাৰ্মানীৰ বিলাকেও যুদ্ধ ঘোষণা কৰে। জাৰ্মানীৰে যুদ্ধত বিজয়লাভৰ অবুলখুনৰ বাবে ফ্ৰান্সক ভেৰ্সেল্স দিলে। উত্তৰ নহোৱা জাৰ্মানীৰে ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে। নিৰ্ভৰযোগ্য বন্ধু বেলজিয়ামৰ মাজেদি উপায় নিগমৰ অভিযানত ৪ আগবঢ়া ইংলণ্ডই জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে। লিখিত ইটালী, জাপান, চীন আৰু আমেৰিকাই মিত্ৰবাহিনীক সহায় কৰে। এনেদৰে বিশ্বৰ এখন বিশ্বযুদ্ধত সূচনা হয়।

Q. What were the main factors responsible for defeat of Germany in the first world war?